ইউনিট ৪

ক্ষুদ্র ব্যবসায়
(Small Business)

ভূমিকা (Introduction)

ক্ষুদ্রই সুন্দর, তা যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন। বর্তমানে সারা বিশ্বে আমরা যে সমস্ত বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেখি তাদের সফলতার পিছনে রয়েছে কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের হাত। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ব্যবাসায়ের সফলতার ফলেই গড়ে উঠেছে বৃহদায়তন ব্যবসায় এবং ব্যবসার জগতে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে পাশাপাশি অবস্থান করছে।

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে এর গুরুত্ব আরো ব্যাপক। আমাদের দেশে আছে হাজার হাজার প্রকৃতির ক্ষুদ্র ব্যবসায়। আমরা যদি চীন ও জাপানের মতো উন্নত দেশের দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখা যাবে যে সেদেশগুলোতে বৃহতায়তন ব্যবসায়ের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং এর পিছনে কিন্তু রয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের অবস্থান। বিশ্বের সব উন্নত দেশের বড় ব্যবসায়ের প্রসারের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়েরও উন্নয়ন ঘটছে ব্যাপকভাবে। তাই একথা আমাদের অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যে কোন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এই ইউনিটে আমরা ক্ষুদ্র ব্যবসায় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানবো।

পাঠ-১ ঃ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ইতিহাস, সংজ্ঞা এবং বৈশিষ্ট্য
(History, Definition and Characteristics of Small Business)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ইতিহাস (History of Small Business)

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের উৎপত্তি সম্পর্কে তেমন কোন পরিস্কার ধারণা না পাওয়া গেলেও অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন যে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয়েছিল প্রায় ৪০০০ বছর আগে, যখন ব্যাংকারগণ সুদের বিনিময়ে ঋণ প্রদান শুরু করে এবং ক্ষুদ্র উদ্যেক্তাগণ কম মূল্যে ক্রেতাদের অধিক সুবিধা প্রদানের জন্য সবসময় নিজেদের কে নতুনত্ব উদ্ভাবনে নিয়োজিত রাখতো।

প্রাচীনকাল ঃ প্রাচীনকালেও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের প্রচলন যে আরব, ব্যাবিলনিয়, মিশরিয়, গ্রীক এবং রোমান সভ্যতায়ও ছিল, তার প্রমাণও পাওয়া যায় বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। তবে ঐ সময় বেশীরভাগ পণ্যসামগ্রী ছিল অতি নিম্ন মানের বলে তখন ক্ষুদ্র ব্যবসায় সম্পর্কে মানুষের খারাপ ধারনা লক্ষ্য করা যায় এবং সে ধারণা পরিবর্তনের জন্য ব্যাবিলনের রাজা হাম্মুরাবি খৃ.পৃ. ২১০০ সনে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ক্রেতা এবং ব্যবসায়িদের স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য তিনশত নিয়ম সম্বলিত একটি আইন প্রণয়ন করেন। কালের বিবর্তনে ঐ নিয়মগুলো হারিয়ে গেলেও তা এখনও সংরক্ষিত আছে প্যারিসের লুভার যাদুঘরে যা আমাদের স্বরণ করিয়ে দেয় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ইতিহাস।

মধ্যযুগ ঃ মধ্যযুগেও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের কিছু ইতিহাস লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগে রোমান ক্যাথলিকগণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কে খুব নিচু এবং অধার্মিক মনে করত। অবশ্য এর পিছনে কিছু যুক্তিসংগত কারণ ছিল।। তাহলো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তখন পণ্যের মান উন্নয়নের উপর গুরুত্ব না দিয়ে বেশি মূল্যে পণ্য বিক্রয় সামগ্রী বিক্রয় করত।

আধুনিক কাল ঃ সময়ের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে ক্ষুদ্র ব্যবসায় একটি সম্মনজনক ও মহান পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ব্যবসায়ে শুধু উদ্যোক্তাদেরকেই স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়নি বরং অন্যদেরকেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের বর্তমান সফলতার পেছনে তৎকালিন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এর অবদান অস্বীকার করার নয়। কারণ তিনি ১৯৮০ সনে হোয়াইট হাইজে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের উপর একটি সম্মেলন করে দুটি আইন প্রনয়ণ করেন, যা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পরবর্তীতে অধিক সম্মানে সম্মানিত করে।

সবশেষে বলা যায় যে, প্রাচীন কাল হতে অদ্যবধি ক্ষদ্র ব্যবসায়ের প্রথা চালু আছে এবং ভবিষ্যতে তা আরো সম্মানজনক পেশা হিসেবে চালু থাকবে। বর্তমানে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের অবদান রয়েছে সবচেয়ে বেশী।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সংজ্ঞা (Definition of Small Business)

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবসায় বানিজ্যের ভূমিকা অপরিসীম। আর এই ব্যবসায় বানিজ্যের সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়। আকার আয়তনের দিক থেকে ছোট হলেও এই ধরনের ব্যবসায় ব্যবসায়িক জগতে বেশীরভাগ স্থান দখল করে রয়েছে।

সাধারনভাবে বলা যায় যে, সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অল্প পুঁজি, ক্ষুদ্র আয়তন, স্থানীয় কাঁচামাল এবং অল্প সংখ্যক কর্মচারী নিয়ে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে ক্ষুদ্র ব্যবসায় বলে। এই ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুলধনের পরিমান কম বিধায় উৎপাদন ও বন্টন প্রনালীও অল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকে।

উন্নত দেশে যে সমস্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্র ব্যবসায় বলা হয় আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে হয়তো সেগুলো বৃহদায়তন ব্যবসায় নামে পরিচিত। যেমন- যুক্তরাষ্টে ৫০০ এর কম সংখ্যক কর্মী নিয়ে গঠিত ব্যবসায়কে ক্ষুদ্র ব্যবসায়

বলা হয়। আমাদের দেশে যে সমস্ত ব্যবসায়ে বিনিয়োগের পরিমান জমির মূল্য ব্যতিত তিন কোটি টাকার অধিক নয় তাকেই বলা হচ্ছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়।

যাহোক ক্ষুদ্র ব্যবসায় সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে দ্বিমত থাকলেও নিম্নে ক্ষুদ্র ব্যাবাসায় সম্পর্কে কিছু সংজ্ঞা তুলে ধরা হলোঃ-

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের আইন ১৯৫৩ (ইউ.এস.এ)ঃ এ ক্ষুদ্র ব্যবসায় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "ক্ষুদ্র ব্যবসা হলো সেই ব্যবসায় যার মালিকানা এবং পরিচালনা স্বাধীন এবং কার্যক্ষেত্রে এটি তেমন প্রভাবশালী নয়"।

বোল্টন রিপোর্ট ১৯৭১ (ইউ.কে)ঃ এ বলা হয়েছে, "যে ফার্ম তার বাজারে তুলনামূলক ভাবে ক্ষুদ্র অংশের সরবরাহকারী, এটি তার স্বীয় মালিক দ্বারা পরিচালিত ও স্বাধীন এবং যা অন্য কোন বৃহৎ ফার্মের অধিনস্ত নয়"।

বাংলাদেশের শিল্প নীতি ১৯৯৯ এ বলা হয়েছে, "ক্ষুদ্র শিল্প বলতে বোঝায় সেইসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যেখানে ৫০ জনেরও কম শ্রমিক কাজ করে (কুটির শিল্পের মতো পরিবারের লোকজন নয়) এবং/অথবা স্থায়ী পূঁজির পরিমান ১০ কোটি টাকার কম।"

সবশেষে বলা যায়, ক্ষুদ্র ব্যবসায় হলো এমন এক ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যার মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা স্বাধীন এবং যা স্থানীয় এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারেই বিক্রয় করে। বাংলাদেশে এ ব্যবসায়ে নিয়োজীত কর্মীর সংখ্যা ৫০ জনের কম।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Small Business)

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সংজ্ঞা থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য খুজে পাওয়া যায়, যার সাহায্যে যে কোন মাঝারী ও বৃহৎ প্রতিষ্ঠান হতে সহজেই ক্ষুদ্র ব্যবসায় কে আলাদা করা যায়। নিচে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলোঃ-

১। **স্বল্প মূলধন (Small Capital):** স্বল্প মূলধন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ ব্যবসায়ের মূলধন মাঝারী ও বড় প্রতিষ্ঠানের মতো অধিক না হয়ে সীমিত আকারের হয়ে থাকে।

২। **স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা (Short-term Plan):** পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ক্ষুদ্র আকৃতির প্রতিষ্টান হওয়ায় এবং স্বল্পকালীন লক্ষ্য অর্জনের জন্য গড়ে উঠার কারণে এই ব্যবসায়ের প্রায় সকল পরিকল্পনা স্বল্প মেয়াদী হয়ে থাকে।

৩। **সহজ নিয়ন্ত্রন (Easy of Control):** এ ব্যবসায় অন্য ব্যবসায় হতে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। এখানে শ্রমিক কর্মীর সংখ্যা সর্বাধিক ৫০ জনে সীমাবদ্ধ থাকায় এবং মালিকের সরাসরি নিয়ন্ত্রনে পরিচালিত হওয়ায় এখানে যে কোন রকম বিচ্যুতি সহজেই ধরা পরে। ফলে নিয়ন্ত্রণ কাজ সহজ হয়।

৪। **স্বাধীন ব্যবস্থাপনা (Independent Management):** এই ব্যবসায়ের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো, ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি বেশ স্বাধীনতা ভোগ করে। মালিক নিজেই এ ব্যবসায়ের ব্যবস্থাপনা কাজে নিয়োজিত থাকে বলে তার রুচি, পছন্দ, ভাব-ধারা ইত্যাদির প্রভাব ব্যবস্থাপনায় লক্ষ্য করা যায়।

৫। **এলাকা ভিত্তিক কার্যক্রম (Area Based Function):** ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের কার্যক্রম মূলত একটি নির্দিষ্ট এলাকায় গন্ডিভুত থাকে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্যই হলো স্থানীয় জনগণের চাহিদা ও প্রয়োজন পুরণের জন্য নিজেকে নিয়োজিত রাখা।

৬। **কম সংখ্যক শ্রমিক কর্মী (Small Number of Employees):** ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো এর শ্রমিক সংখ্যা অত্যন্ত কম হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে নিয়োজিত শ্রমিক কর্মীর সংখ্যা ৫০ জনের কম হয়ে থাকে।

৭। **স্থানীয় কাঁচামালের ব্যবহার (Use of Local Raw Materials):** এই ব্যবসায়ে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ক্ষুদ্র ব্যবসায় সাধারণত স্থানীয় কাঁচামালের উপর নির্ভর করেই গঠিত হয়। তবে কখনও কখনও প্রয়োজনে কাঁচামাল বাহিরে থেকেও আমদানী করা হয়, যদিও তা অতি নগণ্য।

৮। **আধুনিক প্রযুক্তির অভাব (Lack of Modern Technology):** পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির অভাব লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান সময়ে কিছু কিছু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা গেলেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মূলধনের অভাবে তা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

৯। **কম আইনগত আনুষ্টানিকতা (Low Formalities of Law):** ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের গঠণ, নিয়ন্ত্রন, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ এবং বিলোপ সাধনে যে সমস্ত আইনগত আনুষ্টানিকতা পালন করতে হয় তা বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান হতে একেবারেই কম। তাই বলা যায় যে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কম আইনগত দিক পালন করতে হয়।

১০। **ক্ষুদ্র আয়তনের ব্যবসায় (Small Size of Business):** ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের আয়তন মাঝারী ও বৃহদায়তন ব্যবসায় অপেক্ষা অনেক ছোট হয়। স্বল্প মূলধন, কম সংখ্যক শ্রমিক-কর্ম অল্প পরিসরে যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়গুলো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের আয়তনকে অনেক ছোট করেছে।

উপরোক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা অন্যকোন ব্যবসায় দেখা যায় না। শুধু তাই নয় এই বৈশিষ্ট্যগুলো ক্ষুদ্র ব্যাপারকে মাঝারী ও বৃহদ্রায়তন ব্যবসায় থেকে আলাদা করেছে।

পাঠ সংক্ষেপ
যে সমস্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্বল্প পুঁজি আয়তন এবং অল্পসংখ্যক কর্মচারী নিয়ে গঠিত, পরিচারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে ক্ষুদ ব্যবসায় বলে। একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সেই প্রাচীন কাল হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসায় সফলতার সাথে সারা বিশ্বে ব্যবসায়ের নানারকম বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এগুলো হলো স্বল্প মূলধন, স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা, সহজ নিয়ন্ত্রণ, স্বাধীন ব্যবস্থাপনা, কম সংখ্যক শ্রমিক কর্মী, স্থানীয় কাচামালের ব্যবহার ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দিন।
২. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৩. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ক্ষুদ্র ব্যবসায় বলতে কি বোঝেন? ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।

পাঠ-২ ঃ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সম্ভাবনা ও শ্রেনী বিভাগ
(Prospects and Classififation of Small Business)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের শ্রেনী বিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সম্ভাবনা (Prospects of Small Business)

আমরা মাঝে মাঝে বলে থাকি ক্ষুদ্র ব্যবসায় হলো অর্থনীতির উজ্জ্বল নক্ষত্র অর্থাৎ ক্ষুদ্র ব্যবসায় সেই প্রাচীন কাল হতে শুরু হয়ে অদ্যাবধী পর্যন্ত সকল অর্থনীতিতে সুনামের সাথে টিকে আছে। সারা বিশ্বে তো বটেই বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশেও এ ব্যবসায়ের অপরিসীম ভুমিকা রয়েছে । যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। নিচে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সম্ভাবনায় নানান দিক গুলো আলোচনা করা হলো ঃ

১। **পরিবর্তনে সাড়া প্রদান (Awareness to Change):** যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উত্থান-পতন হলো একটি স্বাভাবিক বিষয়। অর্থনৈতিক এরুপ পটপরিবর্তনে ব্যবসায় বানিজ্যে যে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় সে ক্ষেত্রে বৃহদায়তন ব্যবসায়ের চেয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায় খুব তাড়াতাড়ি সাড়া প্রদান করতে পারে।

২। **কর্মসংস্থানের সুযোগ (Opportunity of Employment):** এই কথাকে সামনে রেখেই বেকার জনগোষ্ঠির একটি বিরাট অংশ কর্মসংস্থানের সুযোগ হিসেবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়কে বেছে নিয়েছে। যে কোন দেশের বেকার সমস্যা সামাধানে অর্থাৎ কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের অবদান লক্ষ্যণীয়। এই ব্যবসার উদ্যোক্তা যেমন-নিজের পরিবার-পরিজনদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তেমনি অন্যান্য ব্যক্তিদের নিয়োগদানের মাধ্যমে বেকার সমস্যায় জর্জরিতদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে।

৩। **প্রাকৃতিক সম্পদের কার্যকর ব্যবহার (Proper Use of Natural Resources):** একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম একটি দিক হলো প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার। ক্ষুদ্র ব্যবসায় যেহেতু স্থানীয় কাঁচামালের উপর ভিত্তি করেছে গড়ে উঠে। তাই যে দেশে যে প্রাকৃতিক সম্পদ বেশী পাওয়া যায় সেই ধরনের ক্ষুদ্র শিল্প তত বেশী সেখানে গড়ে উঠে। যেমন ঃ চীনে গড়ে উঠেছে লৌহ ব্যবসায়, বাংলাদেশ পাটজাত ব্যবসায় ইত্যাদি।

৪। **বৈদেশীক মুদ্রা অর্জন (Earnings of Foreign Exchange):** বৈদেশীক মুদ্রা অর্জনে ক্ষুদ্র ব্যবসায় ভূমিকা রেখে চলেছে। যেমন- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন কারী খাত হলো গার্মেন্টস শিল্প, যার অধিকাংশই হলো ক্ষুদ্র ব্যবসায়। চীনসহ বিশ্বের অনেক দেশ ক্ষুদ্র ব্যবসায় কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশীক মুদ্রা অর্জনকারী খাত হিসেবে বিবেচনা করছে।

৫। **মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি (Increase of Per- Capita Income):** ক্ষুদ্র ব্যবসায় দেশের মানুষের মাথা পিছু আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভুমিকা পালন করে আসছে। এই ধরণের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা যেমন নিজের আয়ের পথ সুগম করছে, তেমনি সৃষ্টি হচ্ছে অন্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ। ফলে দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

৬। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development):** যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখে চলেছে ব্যবসায় বানিজ্য। সমস্ত ব্যবসায় বানিজ্যের মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের আধিক্য লক্ষ্য করা যায় সবচেয়ে বেশী। তাই বলা যায় যে, যেকোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের অবদান সর্বাধিক।

৭। **উদ্ভাবনের ক্ষেত্র (Field of Innovation):** ক্ষুদ্র ব্যবসায় নতুনত্ব উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মালিকগণ সর্বদা নিজেকে পণ্য, সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত রাখে, ফলে তিনি সবসময় চেষ্টা করেন ক্রেতা বা ভোক্তা সাধারণকে নতুন নতুন পণ্য বা সেবা প্রদান করতে।

৮। **মূলধনের কাম্য ব্যবহার (Optimum Use of Capital):** মূলধনের কাম্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ভূমিকা লক্ষনীয়। এই ব্যবসায়ের উদ্যোক্তাগণ তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পদ একত্রিত করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে। ফলে তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধনের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৯। **শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralization of Industry):** যে কোন দেশের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইরুপ বিকেন্দ্রীকরণে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের অবদান অপরীসিম। কারণ অধিকাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায় স্থানীয় কাঁচামালের উপরে ভিত্তি করে গড়ে উঠে বা বৃহাদায়তন প্রতিষ্ঠানের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। ফলে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত হয়।

১০। **একচেটিয়া প্রভাব হ্রাস (Reduce of Monopoly):** বৃহাদায়তন উৎপাদন, অধিক মূলধন ইত্যাদি সুবিধার কারণে বৃহদায়তন ব্যবসায় অত্যাধিক সুবিধা জনক অবস্থানে থাকায় ব্যবসায়-বানিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসায় স্থানীয়ভাবে পণ্য উৎপাদন ও বন্টন করে স্থানীয় বাজার থেকে বৃহাদায়তন ব্যবসায়ের একচেটিয়া প্রভাব হ্রাস করতে সক্ষম হয়।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের শ্রেনী বিভাগ (Classification of Small Business)

আয়তনের দিক থেকে ক্ষুদ্র ব্যবসায় ক্ষুদ্র হলেও সংখ্যাদিক্যের দিক থেকে সারা বিশ্বে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ ব্যবসায়ের অবদান গুরুত্বপুর্ণ। এ কারণে যে, এটি ক্ষুদ্রায়তন, সীমিত উৎপাদন, ব্যাক্তিগত পরিচালনা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। নিম্নে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের বিভিন্ন প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করা হলো ঃ

ক্ষুদ্র ব্যবসায়

- **মালিকানার প্রকৃতির ভিত্তিতে**
  - এক মালিকানা
  - অংশীদারী
  - যৌথ মূলধনী
- **কার্য প্রকৃতির ভিত্তিতে**
  - উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান
  - সেবা প্রতিষ্ঠান
  - পাইকারী ব্যবসায়
  - গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান
  - খুচরা ব্যবসায়
  - পরামর্শক প্রতিষ্ঠান
- **অন্যান্য**
  - কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়
  - শিল্পভিত্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়

(ক) মালিকানা প্রকৃতির ভিত্তিতে (Based on Ownership): ক্ষুদ্র ব্যবসায়কে মালিকানার প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়কে যে সমস্ত ভাগে ভাগ করা যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১। **একমালিকী ক্ষুদ্র ব্যবসায় (Soleproprietorship Small Business):** সাধারণত ক্ষুদ্র ব্যবসায় বলতে মূলত একমালিকী ব্যবসায়কেই বোঝানো হয়ে থাকে। যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মালিক একজন মাত্র ব্যক্তি এবং তারই পরিচালনায় ও নিয়ন্ত্রনাধীনে ব্যবসায়ের যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালিত হয় তাকে একমালিকী ক্ষুদ্র ব্যবসায় বলে।

২। **অংশীদারী ক্ষুদ্র ব্যবসায় (Partnership Small Business):** যে ক্ষুদ্র ব্যবসায় অংশীদারী আইন অনুযায়ী, চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে অংশীদারী ক্ষুদ্র ব্যবসায় বলে। এরুপ ব্যবসায়ের সদস্য সংখ্যা ২ থেকে ২০ জনে সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু ব্যাংকিং ব্যবসায়ের কোন সদস্যা/সদস্যা ১০ জন। এবং সকলের দ্বারা অথবা সকলের পক্ষে একজন দ্বারা এ ধরণের ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিচালিত হয়। চুক্তিই এই ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এটি ১৯৩২ সনের অংশীদারী ব্যবসায় আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়।

৩। **যৌথ মূলধনী ব্যবসায় (Joint Stock Company) :** আমাদের দেশে পাবলিক লিঃ কোম্পানীর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসায় লক্ষ্য না করা গেলেও প্রাইভেট লিঃ কোম্পানীর ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষুদ্র ব্যবসায় লক্ষ্য করা যায়। যৌথ মূলধনী ক্ষুদ্র ব্যবসায় বলতে এমন একটি ব্যবসায়কে বোঝায় যা, কোম্পানী আইন অনুযায়ী গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত এবং ১৯৯৯ সালের শিল্পনীতি অনুযায়ী যার নিয়োজিত মূলধনের পরিমান ১০ কোটি টাকার উর্দ্ধে নয় এবং ব্যবসায় নিয়োজিত শ্রমিক কর্মীর সংখ্যা যেখানে ৫০ জনের কম হয়। এই ব্যবসায়টি ১৯৯০ সনের কোম্পানী আইন দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হয়।

খ) কার্য প্রকৃতির ভিত্তিতে শ্রেনী বিভাগ (Based on Functional Classification)

কার্য প্রকৃতির ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ব্যবসায় কে যে সমস্ত ভাগে ভাগ করা যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১। **উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান (Manufacturing Organization)**: যে সমস্ত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রায়তনে তাদের উৎপাদন কার্য পরিচালনা করে সেগুলোকে উৎপাদনকারী ক্ষুদ্র ব্যবসায় বলে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান গুলো স্বল্প পরিসরে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং স্থানীয় বাজারেই তাদের পণ্য সামগ্রী বিক্রয় করে।

২। **সেবা প্রতিষ্ঠান (Service Organization)**: ক্ষুদ্র আয়তনে সে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সেবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজেদের জড়িত রাখে, সে গুলো ক্ষুদ্রায়তন সেবা প্রতিষ্ঠান বলে পরিচিত। হাসপাতাল, ক্লিনিক, ফোন-ফ্যাক্স এর দোকান, কুরিয়ার সার্ভিস ইত্যাদি ক্ষুদ্র আয়তন সেবা প্রতিষ্ঠান এর জ্বলন্ত উদাহরণ।

৩। **গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান (Research & Development Organization)** :গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গুলো বৃহাদায়তন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠলেও বর্তমানে ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যাপকভাবে এরুপ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

৪। **পাইকারী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান (Wholesale Business)**: আপাতঃ দৃষ্টিতে পাইকারী ব্যবসায় বৃহাদায়তন বলে মনে হলেও অধিকাংশ পাইকারী ব্যবসায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের অন্তর্ভূক্ত। ক্ষুদ্রায়তনের পাইকারী ব্যবসায় মূলত: উৎপাদক ও খুচরা ব্যবসায়ের সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছে।

৫। **পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (Consulting Firm)**: এটি এমন এক ধরনের প্রতিষ্ঠান যারা কোনরুপ পণ্য সামগ্রী উৎপাদন বা বন্টনে জড়িত থাকে না। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হলো তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে বিশেষ কাজে বিশেষায়িত পরামর্শ দেওয়া।

৬। **খুচরা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান (Retail Business)**: যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পাইকারের বাা অন্যান্য উৎস হতে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে খুচরা ক্রেতা বা ভোক্তা নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকরে বিক্রয় করে তাকে খুচরা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বলে। এই ধরনের খুচরা ব্যবসায় স্থানীয়ভাবে পাড়ায়, মহল্লায়, হাট-বাজারে প্রভৃতি জায়গায় গড়ে উঠে।

(গ) অন্যান্য (Others)

উপরোক্ত প্রকারভেদ ছাড়াও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের আরো যে সমস্ত শ্রেনী বিভক্তি হতে পারে সেগুলো হলো ঃ-

১। **কৃষি ভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প (Agricultural Small Business)**: কৃষির উপর ভিত্তি করে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায় গড়ে উঠে সেগুলোকে কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্প বলে। আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষি ভিত্তিক শিল্প মূলত এরুপ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের আওতায় গড়ে উঠেছে।

২। **শিল্প ভিত্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসায় (Industrial Small Business)**: কিছু কিছু ক্ষুদ্র ব্যবসায় আছে, যেগুলো বৃহৎ ব্যবসায়ের উচ্ছিষ্ট পণ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, এরুপ ক্ষুদ্র ব্যবসায় বড় বড় শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে যেমনঃ উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়, চামড়া প্রক্রিয়াজাত করণ এলাকায় চামড়া ভিত্তিক অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায় গড়ে উঠেছে।

পাঠ সংক্ষেপ

যে কোন দেশে ক্ষুদ্র ব্যবসায় একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিবেচিত হয়। একটি দেশের কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে, প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্বব্যবহার, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের অবদান লক্ষ্য করা যায়। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের নানান শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। এগুলো হলো- মালিকানার ভিত্তিতে, কার্যতাকৃতির ভিত্তিতে ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো আলোচনা করুন।

২। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। মালিকানার ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের বর্ণনা দিন।

২। কার্যতাকৃতির ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ব্যাখ্যা দিন।

পাঠ-৩ ঃ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সফলতা ও ব্যর্থতার কারণ সমূহ (Causes of Success and Failure of Small Business)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সফলতার কারণ গুলো বলতে পারবেন,
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ব্যর্থতার কারণ সমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সফলতার কারণ সমূহ (Causes for Success of Small Business)

বিশ্বের প্রাচীনতম ব্যবসায় হওয়া সত্বেও ক্ষুদ্র ব্যবসায় আজ পর্যন্ত বৃহদায়তন ব্যাবাসায়ের পাশাপাশি টিকে আছে। এইরুপ টিকে থাকার পিছনে যে সমস্ত কারণ সুবিধা রয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ

১। **সহজ গঠন প্রনালী (Easy of Formation)**ঃ ক্ষুদ্র ব্যবসায় গঠন করা অত্যন্ত সহজ। এই ব্যবসায় গঠনে ও পরিচালনায় তেমন কোন আইনগত বাধ্য-বাধকতা পালনের প্রয়োজন হয় না। যে কেউ ইচ্ছে করলে সামান্য মূলধন নিয়ে এ ধরনের ব্যবসায় শুরু করতে পারে।

২। **সহজ পরিচালনা (Easy of Direction)**ঃ এটি ছোট আকৃতির ও সীমিত ঝুঁকির কারণে পরিচালনা করাও বেশ সহজ হয়। যে কারণে ক্ষুদ্র জ্ঞান সম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তি এরুপ প্রতিষ্ঠান গঠনে উদ্ধুদ্ধ হয়।

৩। **অধিক কর্মসংস্থান (High rate of Employment)**ঃ কম বিত্তবান লোকেরা তাদের অল্প পুঁজি ও যোগ্যতা নিয়ে যে কোন স্থানে সহজে এরুপ ব্যবসায় গঠন করতে পারে। ফলে গ্রামে-গঞ্জে শহরে-বন্দরে ব্যাপকভাবে এ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে যা সার্বিকভাবে দেশের কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৪। **ব্যয় সংকোচন (Economy)**ঃ এই ব্যবসায় মালিক নিজেই পরিচালনা করে, বিধায় সে সকল কাজে সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করে। ফলে অনেকাংশে ব্যয় সংকোচন হয়।

৫। **গোপনীয়তা রক্ষা (Secrecy)**ঃ মাঝে মধ্যে ব্যবসায়ের উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠানিক নীতি, কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে গোপনীয়ত বিজায় রাখতে হয়। এক্ষেত্রে মালিক নিজেই ব্যবসায় পরিচালনা করে বিধায় সতর্কতার সাথে ব্যবসায়ের গোপনীয়তা রক্ষা করাতে পারে।

৬। **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Rapid Decision Making)**ঃ এই ব্যবসায়ে মালিক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কারও সাথে তাকে আলোচনা করতে হয় না বিধায় এ ধরনের ব্যবসায় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহনের পরে পরবর্তিতে অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানো সম্ভব হয়।

৭। **মালিকের স্বাধীনতা (Freedom of the Owner)**ঃ এই ধরনের ব্যবসায় বিশেষ করে একমালিকানা ব্যবসায় কোন অংশীদার না থাকায় মালিক নিজেই নিজের কর্তা হিসেবে কাজ করে। কারও কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হয় না বলে সে স্বাধীনভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবসায়কে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

৮। **ব্যক্তিগত নৈপুন্য প্রদর্শনের সুযোগ (Scope of Presenting Personal Efficiency)**ঃ এই রকম ব্যবসায় মালিক নিজের রুচি, জ্ঞান, নৈপূন্য ও দক্ষতার সকল ব্যবহার করতে পারে, ফলে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ক্রেতা বা ভোক্তাদের আগ্রহ বাড়ে।

৯। **ব্যক্তিগত সম্পর্ক (Personal Relations)**ঃ এই ব্যবসায়ের মালিক নিজেই পরিচালনায় নিয়োজিত থাকে বিধায় ক্রেতা, পণ্য সরবারহকারী, কর্মচারী সকলের সাথে তার ভাল ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠে। ফলে মালিক সহজেই সবার চিন্তা বা আকাঙ্খা সম্পর্কে বুঝতে পারে, যা ব্যবসায়ের উন্নয়নে সহায়ক হয়।

১০। **সহজ বিলোপ সাধন (Easy of Dessolution)**ঃ ব্যবসায়ের বিলোপও অত্যন্ত সহজ। বিলোপ সাধনে এখানে কোন আইনগত জটিলতা নেই। মালিক ইচ্ছে করলেই সহজে এ ব্যবসায় গুটিয়ে ফেলতে বা বিক্রি করতে পারে। ফলে পরে পরবর্তিতে তার পক্ষে সুবিধাজনক যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহন সহজ হয়।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ব্যর্থতার কারণ সমূহ (Causes of Failure of Small Business)

সারা বিশ্বে যে সমস্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান লক্ষ্য করা যায় তার সিংহভাগ হলো ক্ষুদ্র ব্যবসায়। তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ব্যর্থতাও লক্ষ্য করা যায়। এইরুপ ব্যর্থতার পিছনে যে সকল কারণ গুলো সক্রিয় হয়ে উঠে তা নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১। **সীমিত মূলধন (Limited Capital):** ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের অন্যতম সমস্যা হলো সীমিত মূলধন।। এই প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় মূলধন মালিককে একাই সরবারহ করতে হয়। কিন্তু ব্যবসায়ের যাবতীয় কাজ সম্পাদনের জন্য যে পরিমান স্থায়ী ও চলতি মূলধনের প্রয়োজন পরে তা অনেক সময় মালিকের একার পক্ষে সরবরাহ করা সম্ভব হয় না।

২। **ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা (Personal Limitation):** প্রায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মালিক থাকে একজন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসায় পরিচালনায় মালিকের নানান সীমাবদ্ধতা যেমন- ঝুঁকি গ্রহনের সীমাবদ্ধতা, মূলধন সরবরাহের সীমাবদ্ধতা, কার্যতদারকীর সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে এই ব্যবসায়ের সফলতা বাধাগ্রস্থ হয়।

৩। **ঋণ গ্রহনের সমস্যা (Problem of Loan):** ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ঋণ গ্রহণে বেশ অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়। এ ব্যবস্থায় মালিক নিজ উদ্যোগে ঋণ করে থাকে কিন্তু কৃত্তিম ব্যক্তিসত্তা না থাকায় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এদের ঋণ প্রদানে আগ্রহ দেখায় না। ফলে ব্যবসায়ে সমস্যা পরিলক্ষিত হয়।

৪। **অদক্ষ ব্যবস্থাপনা (Inefficient Management):** ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রায় অদক্ষ ব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করা যায় মালিক নিজেই এই ব্যবসায়ে ব্যবস্থাপনার যাবতয়ী কাজ সম্পন্ন করে। ফলে অনেক সময় তার অদক্ষ ও দুরদর্শীতার অভাবে প্রতিষ্ঠান ব্যর্থ হতে পারে।

৫। **সীমিত আয়তন (Limited Scope):** সীমিত আয়তন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের আরেকটি অন্যতম অসুবিধা। মালিকের ব্যক্তিগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, স্বল্প মূলধন, অদক্ষ ব্যবস্থপনা ইত্যাদির কারণে সম্ভাবনা থাকা সত্বেও এর আয়তন বাড়ানো সম্ভব হয় না। ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের প্রায়ই ক্ষণস্থায়ী হয়ে পরে।

৬। **সম্প্রসারণেই সীমাবদ্ধতা (Limitation of Expension):** মাঝারী, বড় যে কোন ব্যবসায় সব সময় সম্প্রসারনের চেষ্টা করে। তবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মূলধন কম থাকার কারণে, জনবল সীমিত হওয়ার কারনে এবং বাজার স্থানীয় পর্যাযে হওয়ার কারণে এরুপ সম্প্রসারনে সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়।

৭। **সীমাহীন দায় (Unlimited Liabilities)** :ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের অন্যতম একটি সমস্যা হলো সীমাহীন দায়। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মালিকের দায়-দায়িত্ব অসীম, এজন্য অসীম দায়ের কারণে সৃষ্ট সমস্যা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়।

৮। **সঠিক পরিকল্পনার অভাব (Lack of Proper Plan):** ক্ষুদ্র ব্যবাসায় যাবতীয় পরিকল্পনা মালিক নিজেই গ্রহন করে থাকে। তাই অনেক সময় মালিকের জ্ঞান-বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার কারণে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনার অভাব দেখা দেয়।

৯। **প্রশিক্ষণের অভাব (Lack of Training):** প্রশিক্ষণের যে কোন সফলতার চাবিকাঠী। কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মালিক বা নিয়োজিত কর্মচারীদের মধ্যে একেবারেই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না। ফলে তীব্র প্রতিযোগীতায় টিকে থাকা অনেক কষ্ট সাধ্য হয়ে পরে।

১০। **অভিজ্ঞতার অভাব (Lack of Experience):** যে কোন ব্যবসায়ে সফলতার পিছনে অভিজ্ঞতা একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। কিন্তু এরুপ ব্যবসায়ে উদ্দোক্তাগন যখন নিজেদের নিয়োজিত করে তখন তাদের একেবারেই কোন অভিজ্ঞতা থাকে না। ফলে প্রতি বছর আমাদের দেশে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায় গুটিয়ে ফেলতে হয়।

১১। **কাঁচামালের অভাব (Lack of Raw Materials):** ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের অন্যতম একটি অসুবিধা হলো কাঁচামালের অভাব। স্থানীয় কাঁচামালে স্বল্পতা দেখাদিলে এ ব্যবসায়ের উৎপাদন ব্যহত হয়।

১২। **সঠিক নিয়ন্ত্রনের অভাব (Lack of Proper Control):** একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য সঠিক নিয়ন্ত্রন হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পরিকল্পনার মত ক্ষুদ্র ব্যবসায় সঠিক নিয়ন্ত্রনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে ব্যবসায়িক কার্যক্রমে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

১৩। **অপ্রত্যাশিত বিলোপসাধন (Unexpected Dissolution)** : ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের অন্যতম একটি অসুবিধা হলো মলিকের মৃত্যু, অত্যাধিক ক্ষতি, ব্যবসায়ের পরিবর্তন ইত্যাদির কারনে এই ব্যবসায়ের অপ্রত্যাশিত বিলোপসাধন ঘটে থাকে। এটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের একটি অন্যতম অসুবিধা।

পরিশেষে বলা যায় যে, বর্তমান মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বৃহাদয়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসায় টিকে থাকতে হলে এ সকল সমস্যা অবশ্যই দুর করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করা উচিত।

পাঠ সংক্ষেপ

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সফলতার নানা কারণ রয়েছে। এগুলো হলো- সহজ গঠন। গোপনীয়তা রক্ষা, সহজ পরিচালনা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যক্তিগত সম্পর্ক প্রভৃতি।

ক্ষুদ্র ব্যবসায় ব্যর্থ হয় নানা কারণে কারণে। এগুলোর মধ্যে উদ্দেখ্য যোগ্য হলো- সীমিত মূলধন সীমাহীন দায়। কাঁচামালের অভাব ঋণগ্রহণে সমস্যা অদক্ষ ব্যবস্থাপনা সঠিক পরিকল্পনার অভাব, অপ্রতাশিত বিলোপসাধন ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সফলতার কারণ গুলো আলোচনা করুন।

২. ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের ব্যর্থতার কারণ গুলো কি কি, আলোচনা করুন।